মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর

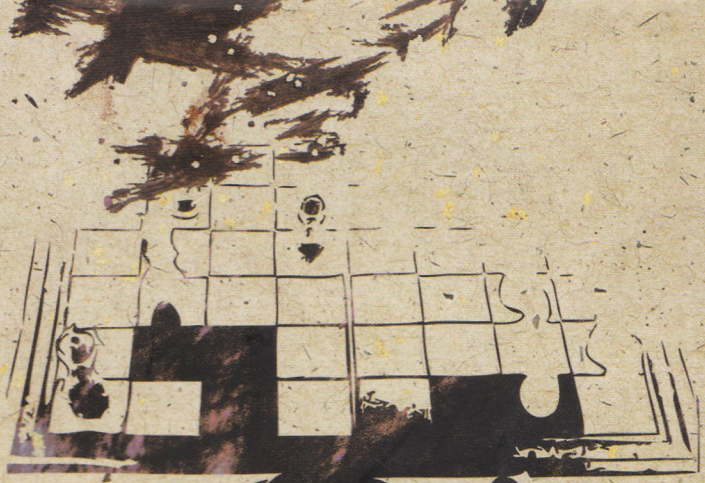

ওই অর্থে

তানিম কবির

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে

ওই অর্থে

ওই অর্থে

তানিম কবির

শুদ্ধস্বর

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে

শুদ্ধস্বর ২০১৪

ওই অর্থে। তানিম কবির

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর, বি-৬, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : খেয়া মেজবা

মূল্য ৯০.০০ টাকা

ISBN :

Oi Orthe by Tanim Kabir
A publication of Shuddhashar
First edition February 2014.

Price ৳ 90 $ 5 £ 3

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ-পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

উৎসর্গ খাতে বরাদ্দকৃত পৃষ্ঠা

অতিঅতিক্রম ক্রমশ ৯ ॥ কেটে যাচ্ছে মালিহা জেরিন ১০ ॥ শামুক শাবক ১২ ॥ বাদামের সাঁকো ১৩ ॥ ফুটা ১৪ ॥ আমরা পরস্পরে ১৫ ॥ প্রস্তাব ১৬ ॥ উচ্ছন্নে যাবার সায় ১৭ ॥ সাপোজ ১৮ ॥ সামনের শীতে ১৯ ॥ রুশাই তারুশ ২০ ॥ রগের বরাত ২১ ॥ হইলো না ২২ ॥ নিশ্চুপে উড়িতেছে চিল ২৩ ॥ বিমানবালা ২৪ ॥ হাসের হাসপাতাল ২৫ ॥ বৃষ্টির কবিতা লেখা প্রসঙ্গে ২৬ ॥ অনেক হসন্তের পর ২৮ ॥ ছুটন্ত জেলা শহর ২৯ ॥ ঘুমভস্ম ৩০ ॥ যুদ্ধবিমান ৩১ ॥ পৃথিবীতে ভাত ৩২ ॥ হননপত্র ৩৩ ॥ দেজাভু ৩৪ ॥ আনিত চেম্বারে ৩৬ ॥ হাড়হীন বেদনায় ৩৮ ॥ স্পৃহা ৩৯ ॥ কুইয়োরের ক্ষেতে ৪০ ॥ রাকা ও তার গুপ্তাপ্রেমিক ৪১ ॥ ভালো ৪২ ॥ সৌরস্মৃতি ৪৩ ॥ জার্নালিকা ৪৪ ॥ এগেইন ৪৫ ॥ স্বাধীনবাংলা বিষ্ণুপ্রিয়া হোটেল ৪৬ ॥ মেবি স্কাই ৪৭ ॥ আমাকে দেখার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জটিলতা ৪৮ ॥

অতিঅতিক্রম ক্রমশ

জেনো আমি, আমিই তোমাদের অনিবার্য বিকল্প;
না-জানার ভান করে এই যে থাকো–
এও এক সান্ত্বনা মূলত মৃত– কেরোসিন-নীল-নদে
উত্থাপিত; আমি সেই বনেদি সাঁকো।
সেই প্রসারিত আশ্রয়ভূমি, টকোস্বর জলপাইছাদ;
উপড়ে ফেলা বাতাস, যেন ক্রমবিস্তারিত–
চুম্বনলালায় মুছে যাওয়া জন্মতিলদাগ, অনুরূপ স্থিতি
অব্যয়-আর্তরতির কোনও বিভাজিত ভোর।
আশ্বাস তবু ঘোর– ঘোলাটে চোখ, হিম কলাপাতায়;
বর্ণিত শ্লোকের অসাড় ও অনন্ত জিজ্ঞাসায়–
আমিই উড়ন্ত মদ একমাত্র; এক ও অধিক ঝাঁঝের দ্রবণ
আমাকে পেরিয়ে যায় অতিঅতিক্রম ক্রমশ।

কেটে যাচ্ছে মালিহা জেরিন

কেটে যাচ্ছে মালিহা জেরিন
ফর্সা হচ্ছে আলো–

মধ্যনদীতে গাড়া ব্রিজের পিলার
ছায়া তার বসে আছে কূলে
চলন্ত ট্রেনের ছায়ায়
দ্বিখণ্ডিত রোদের ফিনকি ওঠা
বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছো
দ্রুতগামী ঘ্রাণ, স্লিপারে পাথরে
এতো এতো স্তুতিগান
স্বররত্তে দুলে ওঠা লোহার বাগান
সরে যাচ্ছে ক্রমশ

ফর্সা হচ্ছে আলো

ঐকান্তিক মাউথঅর্গ্যানের সুর
মুছে দিচ্ছে ভ্যাসলিন
ঘনিষ্ঠ ঠোঁট থেকে নিভে যাচ্ছে
বিকীর্ণ শীতের সকাল
জংশন ইয়ার্ডে ছিটিয়ে রাখা
ব্রেকভ্যান, গমের বগি
নড়ে উঠছে হঠাৎ
চাকায় লিখিত দুটি নাম
গড়িয়ে চলে যাচ্ছো

কেটে যাচ্ছে মালিহা জেরিন

সেমিজের ভীষণ সেলাইগুলো
আলগা হচ্ছে আঁধারে
অনুমেয় নাভির নিকটে খসে
পড়ছে নৈঋতের গিঁট
তারকাপতনের দৃশ্যগুলো জমে
আছে শরদিন্দু তিলে
অনড় অমিলে ঝাপটানো শ্লোক
মুখস্ত করছো কি
শবচিরকূট– স্তোত্রশামুক?

শামুক শাবক

বিস্মিত রোদের দিকে, বিন্যস্ত পুঁজের বুদবুদে
যে কীট ঘুমিয়ে আছে–
আমি তার স্বপ্নের ভেতরে, প্রবাহিত হতে গিয়ে
দেখি কেউ সাগরের কাছে
লবণঝড়ের মাঝে শুয়ে আছে জোঁকের বিরহে।

গাঢ় সিথানে সাবান
আর ফেনায়িত বাতাসের রুলটানা গন্ধের ভেতরে
সে মুদ্রিত থাকে–
পাঠের ভ্রমণ শেষে অপঠিত অবসরে আসি।

উপচানো জাহাজের ডেকে বসে সুরা পান করি
দেখি দূর বেশুমার–
খোলসের পেয়ালায় বেড়ে রাখে নিজেকে শামুক–

ক্ষুধাতুর হাঁসগুলো উড়ে এসে হাড্ডিতে বসে।

বাদামের সাঁকো

আমি কেন গেজদাঁত,
বাদামি রঙের চোখ প্রত্যাশা করি!
কেন ধরি বাম হাত, অফুরান গন্ধের পুষ্পশুমারি–

পরাণ পড়েছে,
উঠে দাঁড়াতে কি পারবে না আর?
পত্রপোড়ানো আলো; সে আলোয় ভেসে ওঠে তার

বাতাবি লেবুর সার-সংক্ষেপে
নড়ে ওঠে তার– তাকাবার ভঙ্গিটি।
আমি কবে ভুলে গেছি হাঁটুজল জলপাই তবু

জলের ধমক আসে
বলে মনা ডুবে যাও, ডুবে–
ডুবের ভেতরে বসে, হাঁটুজলে লালরঙ শাপলা ফোটাবে।

আমি খাঁচার ব্যবসা করি
পাখি সব করে রব খাঁচার ভেতরে–
আমি পাখিঅলা, ডানা ভাঙি– উড়তে বলিনি তাকে,

চুপচাপ বসে
থাকতে বলেছি শুধু থাকো–
উড়ে টুরে চলে গেছে গেজদাঁত– বাদামের সাঁকো।

ফুটা

মনরে আমার আতাড়ি-বাতাড়ি মনরে আমার শোন
বসে হলদে সবুজ ঘাসের গণনা করছি রে সারাক্ষণ
কিছু গুনতে গেলেই দেখেছি অশেষ বিশিষ্ট সভাজন
শেষে ভাগশেষ শেষ সমাপ্তিহীন সমুদয় অভাজন
পড়ে থাকছেই পড়ে, থাকছে পরের পরিণতি পরিণাম
সে তো জপছেই, জপে যাচ্ছেই তার নিজস্ব হরিনাম
পেটে পৃষ্ঠে নাভি রোমকূপ যোনী শিশ্নে সকলে যায়
কী যে হয় তার, কিসে ভয় তার কেন সমস্ত গলে যায়
খসে পড়তেছে রং, রঙের বয়াম, বয়ামের কেরামত
ঠেঁসে ঠেঁসছে, গায়ে ঘেঁষছে হাজার মানবিক মেরামত
ফুটা ফুটছে, ফুটে উঠছে ফুটা ফুটন্ত ফুটে রয়
ফুটা ফুটতে দেখে নিজেকে নিজের সমস্ত লুটে লয়

আমরা পরস্পরে

ধরো আমরা পরস্পরে,
আলগা হলাম একলা
হলাম; এই পৃথিবীর তরে–
থাকলো না আর স্বার্থ
কোনো, সিদ্ধি হাসিল করা;
ধরো মূর্তলোকে বিলীন
হলো নামের বানান, কামের
নানান ঘামের পরম্পরা।

যেন আমরা পরস্পরে,
যে যার ভেতর সন্নিকটে
এসেও আবার সরে
গেছি, দুধের সরে ফুঁয়ের
আলোড়নের মতন করে
যেন থাকিই তো তাই–
থাকি নাই, প্রেম আঁকি নাই
কোনওখানে; এমন অহংকারে।

প্রস্তাব

একটা উড়ে যাওয়া পাখির ছায়া
আমার ছায়ার ভেতর থেকে বের হয়ে
এক দৌড়ে বিনম্র ঋতুর দিকে চলে গেলে–
মানুষের নিস্তারহীন অবসাদের ভেতর
উঁকি মেরে দেখি– বিস্তর বিকাল ঘটে গেছে;
রটে আছে অজস্র বেলুন, পেঁপের পাতা।
তথাপি মিলিত হই– পরনিদ্রার অস্ফুট বুদবুদে;
রঙের ঢেকুর তোলা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি
দেয়ালের দ্রিম– টপকে বেড়াই ব্রত,
বিহ্বল ঢেউ; কেউ নরোম নিদান কেউ
আহত আজান মেখে সরে রয়;
সুরে কয়– আর নয়, শোনো–
অন্যকোনও প্রস্তাবে এইবার পস্তাবে চলো।

উচ্ছন্নে যাবার সায়

তার জন্যে আমার উচ্ছন্নে যাবার মনে চাইতেছিলো
পাটিসাপ্টা পিঠার ভাঁজে ছোট্ট দারুর মায়া বাড়তেছিলো
তার কোল-মেলা গান আমি জাপটে ধরে কি যে শুনতেছিলাম
ঠিক তিনটা বেজে বাকি ফিফটি মিনিট বয়ে যাইতেছিলো
জানি জানতেছিলাম তবু জানতেছিলাম না'র সন্দেহটা
আমি রাখতেছিলাম তুলে আসমানে মেঘ তার আলমারিতে
আমি ক্যামনে যেন এও বুঝতে পারি– গেলে প্রবলেম আছে
ফলে যাইতেছি না– খালি বলতেছি যাই– চলো উঠবো এবার
সে যে হাসতেছিলো– তার দাঁতভরা রোদ আলো ঢালতেছিলো
সেলফ কন্ট্রোলিংয়ের বাঁধা অঙ্কগুলাই আমি করতেছিলাম
সেও বুঝতে পেল, তাই বলতেছিলো– আমি যাইগা তবে
আমি বুঝতে পারি, সে যে আটকে পড়া– তারও প্রেমিক আছে
প্রেম এমনিতে ব্যাড, তাও একের অধিক, এতো মানবে না কেউ
চোরাগুপ্তা আমন্ত্রণে ঘণ্টা দুয়েক– এটা অন্য হিসাব
এই অন্য হিসাব– অন্যান্য খরচ হয়ে যাইতেছিলো
কার জন্যে তোমার উচ্ছন্নে যাবার মনে চাইতেছিলো?

সাপোজ

ধরি আমি কোনওদিন ধরিনাই যারে,
তারে ধরে বসে আছি নদীর কিনারে।
নদীর কিনারে তারে ধরে আমি বসে,
আছি এই থাকা ধরে রাখার হরষে।

রাখার হরষে এই থাকা যদি তার,
আকাশের নিচে গড়ে বালির আকার–
বালির আকার ফালিফালি করা জলে,
যাই যেন ডুবে যাই ঘোলাটে অতলে।

ঘোলাটে অতলে আমি ডুবে যেন থাকি,
ধরে যারে থাকি তারে ধরে আছি নাকি!
ধরে আছি যেন ধরে থাকি আমি যারে,
মানে সে তো, যে তো বসে নদীর কিনারে।

নদীর কিনারে আমি বসে থাকি যেন,
ধরি যাকে ধরে আছি, ধরে আছি কেন?

সামনের শীতে

ঠোঙার ভেতরে বাল্ব, পতঙ্গ ফাঁদ
আটকে পড়েছে তাতে শেতাঙ্গ চাঁদ

আটক চাঁদের নিচে আমি আর লুন
পরস্পরের আঁচে হইতেছি খুন।

লুনের কোলেতে এক কাচের বয়াম
সেখানে পোষ্য কবি ওমর খয়াম

ঝাঁকি দিলে গেয়ে ওঠে পারস্য গীত
আমাদের অদূরেই পৃথিবীর শীত–

জমে জমে ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছে একা

রুশাই তারুশ

অসুখও আমার,
নিরাময়ও তুই–

শিরাময় সুঁই যেন
বিপুল সিরিঞ্জ যেন
ভ্যাকুয়াম পুশ–

রুশাই তারুশ মম
রুশাই তারুশ!

রগের বরাত

এ আড়ষ্ট ভোর,
মন্থিত পেঁপের বাগান
সঙ্গীচূর্ণ সাদা মশারির ইশারাগুলো
সম্মুখে ভেসে যায়,–
অন্ধ তাকায় তার কোটর তুলে, দেখে
পড়ে যেতে যেতে ওড়ে হাঁসের ওজন আর–
উপড়ে ফেলা চোখে, দূর থেকে একবার
পুরোটাই নিজেকে দেখার জাগে সাধ,
আঘাত আঘাত–
ব'লে চিৎকার করে করে শেষ রাতে
সরে গেছে বেবিলন–
রগের বরাত।

হইলো না

তুমি আইলসা
তুমি পারবা না লড়তে
আমিও কিন্তু
পারমু না কিছু করতে
আমি পারমু না
বিকজ করতে আসি নাই
তুমিই অলস
বাসছিলা, আমি বাসি নাই
তুমি আইলসা
তুমি তো করতে পারো না
আমি যাই হোক
তথাপিও আমি আরো 'না'

নিশ্চুপে উড়িতেছে চিল

(জীবনানন্দ দাশের প্রতি)

যে জীবন দোয়েলের, ফড়িংয়ের–
আমার গুলতি জানে সে জীবন মানে,
একটা নিশানা শুধু– খাপেখাপ,
বুকের হাড্ডিভাঙা শালিখের পতন।
নিজেরই মতোন থাকি– নিঃস্ব নিবিড়,
বনে ঘুরে ঘুরে কথা কই একা–
আসলেই কই কি না ভাবি ও ভাবনা ছেড়ে ভাগি।
বিমূঢ় মাগীর মাই ঘাটি–
আমি হাঁটি কি হাঁটি না মূলত,
কোনও বিগত রাতের কাছে তুলে দিই স্মৃতি–
বিষাদভীতির মাটি খুঁড়ি, আমি উড়ি–
ছিঁড়ি ভজনের স্তর বিপরীতে।
লম্বিত শীতে সোয়েটার–
বাড়তি অবকাশে, কর্পূর ঘ্রাণ ভাসে–
ভাঁজ করা জীবন-অভিমুখে।
কোথাও বুকের তিলে
অজ্ঞাত কীট সেজে রই,
আমি বইতে শুরু করেও হইতে পারি না কেন হাওয়া–
এ জবাব বুকে নিয়ে নিশ্চুপে উড়িতেছে চিল!
সোনালি ডানার চিল।

বিমানবালা

(সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের প্রতি)

আকাশে বিমান কই!– উড়ে যায় বিমানবালা
শাদা ফ্রক, ফিতে বাঁধা দূরের কোমর
উড্ডীন বাঁক– ঘুরে যায়!
লঘু ইশারায় কাঁপে আরশের জমি
মমিচাঁছা ব্লেড, খুনের অমিয় স্বাদে
ঘুমিয়ে পড়ছে পণ, তনু–
ধনুকের দ্বিধা– গোত্তাপতনে বিব্রত
এক সুব্রত ভ্রান্তির পরিযায়ী প্রেম ও প্রণাম–
বুকে হাড্ডিখচিত নাম
মুছে ঘাম রোদ্রে মিলায় কেন ইশ!
আঁকি পরানশ্বর শুভাশিস– মেঘের বাকলে,
বজ্র শেকলে গেঁথে স্বর–
গাই না, গোঙাই আমি বিমানবালা–
সমরে অমর হতে পালাক্রমবিন্যাস,
আরামে দাঁড়ানো কোনও লাশ সেজে রই।

হাসের হাসপাতাল

(লুনা রুশদীকে)

হাসতে না-পারার রোগে,
হাসপাতালের দিকে–
হেলেদুলে হেঁটে চলে হাঁস।

তার পেট ফুলে ওঠে
অজস্র কৌতুকে–
বিহ্বল লাগে তার
সন্ধ্যার আগে আগে রোজ।

নিজেকে সে ফেলবে কোথায়; ভাবে
ভাবে তার সীমিত উড়াল কেন
পড়ে রয় ঝোলের মাঝে।

পাখনায় ঢাকা তার কোলের মাঝে
সে তো ফিল করে এক–
গগনবিদারী হাগ।

অথচ উপায়হীন পূর্ণিমারাতে,
জানে না সে কার ঘরে–
খাঁচার গম্বুজে কেনই বা
নিজমনে একা একা চিকচিক করে।
নির্বিরাম এই মহাপৃথিবীর দিকে
অক্লেশে তাকিয়ে সে থাকে–
নুনহীন শামুকের নক্ষত্রেরা তাকে
চিনতেও পারে বলে ভাবে।

বৃষ্টির কবিতা লেখা প্রসঙ্গে

(ব্রাত্য রাইসুকে)

তবে আমি বৃষ্টির কবিতা লিখবো,
এটা বলতে পারি।
একদিন, মানে কোনও একদিন
বৃষ্টি থেমে গেলে মনে হয় যেমন 'ও আচ্ছা!'
সেরকম হুট করে টের পাওয়ার অঙ্গভঙ্গি সহকারে
বৃষ্টির কবিতা লেখা দরকার।
যেহেতু 'এইদেশে বৃষ্টি হয়'–
আর ছাতার মিস্তিরিরা ভোট দিতে যায়;
মেরামত করা কালো ছাতা নিয়ে তাই,
বৃষ্টির কবিতা লিখতে চাই আমিও।

যতদূর মনে পড়ে,
টেবিল ফ্যানের ঝড়ো বাতাসের সামনে দাঁড়িয়ে
কেউ শুকাইতে দিছিলো নিজেরে– সে কি শুকিয়েছিলো?
এই প্রশ্নটিকেই আজ বড় করে দেখে যদি,
ততোধিক গুরুত্বে আনি যদি সেইসব আধভাঙা মন্দির;
ভাঙা, তবু গল্পের প্রয়োজনে যারা–
গ্রামেতে বেড়াতে আসা ছেলে আর মেয়েটিকে
আশ্রয় দিয়েছিলো উষ্ণ-সরস।

এমনও ভাবনা আসে যে,
বৃষ্টি বিষয়ে কোনও কবিতায়
কতবার 'বৃষ্টি' শব্দটিকে বলা-কওয়া যাবে?
একই শব্দের ঘন ঘন ব্যবহার
যদি বা ভালো না লাগে খান সাহেবের!
এই ফর্ম পুরানা, বলে দেন যদি–
যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এই,
আশিপরবর্তী কবিতার 'মেইনস্ট্রিমে'
আমার নামটি আর নেই!
বৃষ্টির এ আবেগ সংবরণে ব্যর্থ আমি–
যদি প্রমাণিত হয়!

আহারে সে প্রমাণ আমি,
টিসি নিয়া বিমর্ষ রেইনকোট গায়ে পরে
কোথায় যে হারাবো তখন।
ধরি গ্রামে চলে যাবো–
উপজেলা হাসপাতালের বেডে শুয়ে রবো,
শুয়ে শুয়ে তাকাবো বারান্দা অভিমুখে,
বারান্দাজুড়ে ব্যাঙ শুশ্রুষাকামী ঠ্যাং
মেলে তারা লাফ দিতে পারে।
রাস্তায় জমে থাকা পানির উপর দিয়ে
ফনিক্স সাইকেল এক চলে গেলে পরে,
আমার ভিতরে কিছু তরঙ্গায়িত–
এই ভীত অনুমান ভিজে-টিজে যাবে হয়তো বা।

অনেক হসন্তের পর

অনেক হসন্তের পর, তোতলার আলজিভ
ছিটকে বেরিয়ে আসা অস্ফুট নাম ধরে তোমাকে ডাকি–
সূর্যের এ দোকানদারি শেষ হলে সাটারের
টানমারা গ্রিজ থেকে বিচ্ছুরিত তেতো পিচ্ছিলতায়
দেখি দ্যোদুল্যমান এক আলোর দ্বিখণ্ডিত
ছায়াপ্রসারণ;– ক্রমবিস্তারিত হাওয়া ঘূর্ণায়মান,
নদী কাত হয়ে শুয়ে আছে নদীর কিনার।

ছুটন্ত জেলা শহর

আমার ট্রেনের জানালার ফ্রেম দিয়ে
তোমার হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য ঢুকে পড়বে একদিন–
ট্রেনের চেইন টান মেরে ছিঁড়ে তোমারই গলায়
সেটা পরিয়ে দিতে চাইবো আমি, তা বেশ–
ছুটে যাবে রেলওয়ে বাংলাদেশ।

আমার বাংলাদেশ, তোমারে পেছনে ফেলে
তোমাকে মিলিয়ে দিতে হবে মিলি– বিলিকাটা চুলের
ফোকরে তুমি রয়ে যাবে তবু; চিরুণির ঠোকরে
আঁচড়ানো ভালোনাম– স্মৃতির গতর,–
আমার ঠিকানা এই ছুটন্ত জেলার শহর।

উদ্ধৃতিপরায়ণ নদী তোমার হাসির ঘ্রাণ
কোট করে যদি– আমার থাকা,
যা আঁকা আছে স্লেটে; হঠাৎ প্রকাশিত হলো
বলে ধরে নিতে পারো; তুমি ধরে নিয়ে যাও–
আমার মরণ ডলে নদীটারে গোসল করাও।

ফেনার ভেতর থেকে উড়ে যাওয়া বুড়বুড়ি–
এমনকরে হঠাৎ ফেটে গেল আহ্,
আমি ওর পলানোর পথটারে চিনি নাই আর।
পলায়নপথে– আমাদের ভংগ্নশপথে এক মোড়–
এই রাত কেটে গেছে নিশ্চিত, ওইখানে রঙিন ফজর।

ঘুমভগ্ন

তোমার হাতের লেখা নকল করে
অজস্র চিঠি আমি লিখেছি নিজেকে,
লটকন গাছের নিচে বিকেল পুঁতেছে
তার স্নেহধন ছায়া–
যেকোনও ছায়ার ভেতর
গোপনে বেড়ে ওঠা রাতের মতোন
পরাভূত সম্মোধনে–
আমাদের ঠিকানা গড়ে ওঠে।

বিকানো রোদের দিকে
প্রসারিত রতি এতো অবধারিত!

চিঠির ভেতরে–
কাটা ছেঁড়া বাক্যের পাশে,
তোমার ফিরিয়ে নেয়া কথাগুলো আজ
ধ্বনির মমতাকামী খুন–
পুড়ে যাওয়া ওয়েটিংরুম থেকে
সিঁড়ির ফাটল গলে নেমে যাওয়া নিদ্রাপারদ।

যুদ্ধবিমান

হেমিলি আকাশে চাঁদ প্লেনের পাংখা লাগে ধার
আমি এ চাঁদের তলে নখ কাটবার সমাচার
বলেছি লেবুর কাছে, বলেছি এখন থেকে তুমি
আরো বেশি পেশাদার স্মৃতি চারণার সিমফনি
হয়ে ঠোঁটে চুকচুক আফসোস বেদনার ধ্বনি
প্রত্যাহারের দিকে ধাবমান কালচে গোঙানি

উথালে পাথাল নাড়ি পাথালেরে অতিক্রম করি
আমার জাজিম তলে ভাঁজ করা ন্যাকেডের পরী
শুয়ে আছে এলায়িত ভঙ্গিতে, ভঙ্গিটি ভালো
চোদাচুদি ক্লান্ত দু'টিকটিকি এদিকে তাকালো
হেমিলি কুশলে রাত কাটিয়ো না কাটিয়ো না আর
ফুটিবার গাঢ় বেদনার ভার ঘাটিয়ো না আর, প্লিজ।

পৃথিবীতে ভাত

পৃথিবীতে ভাত–
মেখে টেখে রেখে দেয়া আছে;
তুমি খাও।
শারমীন এতো ক্ষুধা
লুকিয়ে রেখো না আর,
তোমার পেটের থেকে
কামিজ সরাইতেছে হাওয়া–
দুনিয়ার অরুচিতে
তোমার নোনতানুন নাভিটা মেশাও!
সমুদ্রে ভাসি যাও
ঢেউয়ের ধমকগুলো টুকে নাও স্তনে,
সন্তর্পণে–
আমার ক্ষুধার শাঁসে
তোমারে মাখাও।

শারমীন পৃথিবীতে
ভাত মেখে রেখা দেয়া আছে–
এ অনড় আশ্বাসে বুভুক্ষবাদ্য,
এ মলিন বেডরুমে নিজেকে বাজাও।

হননপত্র

সে তো ওই শীত,
ওই শীতের বিকাল–
ওই শীতার্ত আইসক্রিমওয়ালার
বিষণ্নতা তাহারে নিলো
বিস্তৃত সবুজ বরফ, আর
উগরানো বাতাসের কামড় ছিল
পথে পথে–
সেই হতে এই, এর সবটা
রেখেই কোনো আলগা মৃত্যু এসে
গাইলো তাকে
পেতে চাইলো তাকে, আর
সেও গেল ছুটে গেল অপার নিশিথ
সে তো মানে শীত
ওই হলুদ মিথের মতো সমাগত
যত মায়া হাড়–
কাঁপিয়ে বললো শুধু, ফিরবে না আর

দেজাভু

কখনো ভোরবেলা
আমি কি আজানের
কিছুটা আগে আগে
গোসলে ঢুকে তবু
ঢুকিনি ভেবে ভেবে
এসেছি বের হয়ে,
ভেবেছি ভিজে গেছি
আসলে ভিজি নাই,
গা জুড়ে সাবানের
ফেনার ঘ্রাণ নিয়ে
সূর্য গলা রোদে
দাঁড়িয়ে আমি একা
আসলে থাকি নাই?

যে-রূপ কল্পনা
ছিটকে দ্যুতিময়
স্নায়ুতে মিশে গেছে
কি জানি সেই সুরা
হয়তো দেখি নাই,
দেখেছি মনে করে
দেখার মতো করে
ভেবেছি দেখে দেখে
অনেক দেখা হলো
ফুরিয়ে গেছে সব
যত যা দৃশ্যের
নিকট পটভূমি
আসলে দেখি নাই!

কখনো টান মেরে
যেন বা আনি নাই
যেন বা ছাড়া ছাড়া
কখনো টানি নাই,
দড়ির হুইসেল
বাজিয়ে রেলগাড়ি
গেছিলো ছুটে তার
ভেতরে থাকি নাই,
দুজনে বসে টসে
কিছুই করি নাই
এনেছি টান মেরে
তথাপি ধরি নাই

আনিত চেম্বারে

অভুতপূর্ব এ
হারমোনিকাটাতে–
শ্বাসের কষ্টের
রোগীরা বসে আছে।
তাদের গোড়ালিতে,
পেরিয়ে আসা কত
বিনীত টুথব্রাশ,
রঙিন সাবানের
ফেনার উদ্বেল
অযথা ওড়াউড়ি,
এসব ভুলে তবু,
আনিত চেম্বারে–
শ্বাসের কষ্টের
রোগীরা বসে থাকে।

পেছনে কলঘর,
সমূহ গোসলের
অনতি সংবাদে
ভূ-বায়ু নেচে ওঠে–
সুচারু দৃষ্টিতে,
কিছুটা আড়াআড়ি
হয়ে এ চেম্বারে;
প্রেতের আনাগোনা
সীমিত চোখে পড়ে।

পতিত চোখে কারো
পেরেকে আটকানো,
আঙুর ঝুলে আছে–
দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
নাগাল পরাভূত;
এমনি দূরতর,
দূরের বাতি শুধু
খামোখা জ্বলে থাকে–
যেন বা আরোপিত
হবার কথা ছিল,
স্বরের বুদবুদে–
অভুতপূর্ব এ
হারমোনিকাটাতে।

হাড়হীন বেদনায়

আমি আর ভরসার
পেতে রাখা বুকে,
জমে থাকা জলঘোর
নিবো না চুমুকে–
এমনই আজান এক
ধ্বনিত আকাশে,
বিকেলের ছায়া সেও
ফিরে গেছে ঘাসে।

অতএব
সমস্বরকামিতার দিকে,
রাখবো না মেলে আর
বিদায়ী নিজেকে–
যেন পণ এ মতন
উঠতেছে গড়ে,
নিজেকে থোব না আর
নিজেরই ভেতরে।

আমরা হারিয়ে যাবো
শ্বেতঅঙ্কুরে,
মেবি কোনো মহাতট
বিদীর্ণ দূরে–
প্রতীক জন্ম নেবে,
সেখানে থাকার
মতো করে আমাদের
ছায়ার আকার–
হাড়হীন বেদনায়
উঠবে কেঁপে।

স্পৃহা

আমি কারে দিতে চাই নিজেরে আমার?
উপচানো আকাশের বুড়বুড়ি কেটে
আমি যাই, মিশে পড়ি বর্ধিত ঘুমে–

জাগন পাবার আগে, প্লাবিত মরণ আমি
স্মরণসভার শোকঅন্দরে ঢালি কেন,
হেন বায়ু নাই কেন ত্রিভুবনে ঘুর্ণায়মান
হতে পারে নিজে–

নিজে নিজে একা একা আমারে ছাড়াই!
বেইল নাই, সম্মতি নাই,– মাছের আঁশের
এক আয়নার ধারে শুধু অতিবিম্বিত হয়ে,
স্ফিত হয়ে নিজমনে চেহারা টাঙাই–

নিজেরে আমার কিনা দিয়ে দিতে চাই!

কুইয়োরের ক্ষেতে

নদীর ধারে কুইয়োরের ক্ষেত
কুইয়োরের ক্ষেতে শিয়াল
শিয়ালের ভয়ে কাঁপতেছো তুমি
ভাঙতেছো ইনেসিয়াল–
আমি কইতেছি ডর নাই ওরে
ভয় পাইয়ো না রে মালি
একটু ভিতরে গিয়াই আমরা
থিতু হবো ফাইনালি–
কেন কেন কেন! ক্লিয়ার কওতো
একটু ভিতরে কী বা?
কেন ছলে বলে কলা কৌশলে
ভিতরে আমারে নিবা!
ছিঃ ছিঃ এটা তুমি কইতেছো কী
ছলা কেন বলা কলা!
আমরা তো আরে এমনি হুদাই
এমনিতে পথচলা–
ও আচ্ছা, তাই? তাইলে চলো
অধিক ভিতরে যাবো
যেটুকু তোমার ভিতর তাহার
সবটুকু নিঙরাবো–
আহা আহা সাধু বড়ই কাব্য
বড়ই শিল্পমানের
কথা তুমি বলিয়াছো শুনে মম
আরোগ্য হলো কানের–
বিরাট ব্যাপার! কান লয়ে তবে
মক্কায় গিয়া মরো
আর তা না গেলে কুইয়োরের ক্ষেতে
যা করার ছিলো–
করো!

রাকা ও তার গুপ্তাপ্রেমিক

ভাবতেছি যে, ওভারব্রিজে
লোহার ছাদের তলে
একটা জীবন কাটায় দিবো
খুন খারাবির ছলে।

যেহেতু ভাল্লাগে না
ভালোর দিকে যাইতে–

আমার আলোর দিকে
পিঠ ফিরায়ে থাকা,
অন্ধক্লেদেই ঝাকা
যেন অন্ধক্লেদেই নাকা।

আমার ভাল্লাগে না
আলোর দিকে, রাকা!

ভালো

স্বরের আরোপ হয়ে থাকো,
চন্দ্রমদির করে রাখো ওই ভূপৃষ্ঠকে।

বিহ্বল বেত্রাঘাতে
সকরুণ এঁকেবেঁকে যাও,

শিমের মাচার নিচে–
একটি সন্ধ্যা তুমি ভালো।

সন্নিবেশের গাঢ় ছায়া
তোমাকে চাইলে পেতে–
নিজেকে তোমার তুমি পাতো।

স্বমেহনতপ্ত আয়না
যদি বিচূর্ণ চেহারা তোমার–
আমাকে ফলাও প্রতিফলিত ফ্ল্যাপে,

ফালিফালি হয়ে যাওয়া ভালো।

সৌরস্মৃতি

তুমি তো ফুরায়ে গেছিলে
অর্ধেক নদীর স্রোতে
সৃষ্ট ঘূর্ণিগহ্বরে

সৌর শাবকের ন্যায়
মাতৃদুগ্ধহীন ছায়াপথে তুমি
গেছিলে সরে–

তোমাকে ডাকি না আর
তোমার শরীরও গেছে
তোমা হতে দূরে–

যেন কোন বিশ্রামে
অব্যয়ক্লান্ত দুপুরে এক প্রপেলার
বিকল ঘুমায়

আর সেই ঘুমের দিকে

হেলে আছে পৃথিবীর
তাঁতানো পারদ–
বিকিরিত সন্নিকটের ধারণা

জার্নালিকা

হে প্রভু,
কেউ হয়তো মেনে নেয় নাই আমাকে।
তবু থাকি,
পিঠের ব্যথাটা নিয়ে যদি বেঁকে যাই কখনও–
ভেষজ বাতাসে
তুমি সেটা সারিয়ে তুলতে পারো চাইলে।
আর আমি অনেকখানে ছিলাম প্রভু,
রাতে হোটেল ভাড়া করে ঘুমাতে হয়েছে।
ছোট ছোট শ্যাম্পু কিনে চুলের ভিতর থেকে
জার্নিগুলোকে আমি মুছে ফেলেছি।

পৃথিবীতে কখনো হালুয়া খেয়েছি প্রভু,
পেঁচানো পরোটা টিউন করতে করতে
ফোন রিসিভ করতে হয়েছে অনেক।
এরমধ্যে অনেকের চেহারাই মনে নেই আর,
তাদের ভয়েস থেকে হাঁচিগুলো আলাদা করেছি।
অনেক শিড্যুল ছিল প্রভু,
অনেক টিকেট ছিল কেটে কেটে রাখা।
তবু কেউ হয়তো মেনে নিচ্ছে না আমাকে,
ভাবছে, ঝামেলা করতে পারি,
কিংবা যেরকম ভেবেছিল আগে,
দেখা গেছে সেরকম না– যাই হোক না।

এগেইন

হেমন্ত পুনঃ পুনঃ আসে

রেলের বাঁকের পাশে
আশা পড়ে থাকে তবু
তাহাকে পাবার–

আমি তার না থাকার
ব্যথাটাকে কেন যেন
টের পেতে চেয়েছি আবার

স্বাধীনবাংলা বিষ্ণুপ্রিয়া হোটেল

এমনই বিজয় দিবস এসেছে ভুবনে যে,
বিষ্ণুপ্রিয়া হোটেলে বসে থাকা যাচ্ছে প্রায় আনমনে!
বিজয়ের চেতনায় সমুজ্জ্বল মাছেরা
সদরঘাটেই পাড়ছে ফাল
কল্যাণপুর হতে, একটি মঙ্গল শোভাযাত্রায় চড়ে
আমরা এসেছি পড়ে এথায় রে হায়!
তাতে কোনো সমস্যা হয়নি কো,
আর টিকেট তো লাগেইনি মোটে,
শোভাযাত্রার হর্ন আর পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া
খণ্ড খণ্ড বিজয় মিছিলের ভেঁপু আর,
আর শুধু গোড়ালির কালো ধোঁয়া পেছনে ফেলে
আমরা এসেছি পড়ে এইখানে
এইখানে একটি বাড়ি, যেটি কিনা দুইতলা
অদ্ভুত সিঁড়িগুলো তার এগোবার সাধ নেই যার
তাকে শুধু আগে বেড়ে দেয়
আগে বেড়ে এইখানে পাঠায় রে হায়–
আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় মারে চোখ, আমরা সে চোখমারা দেখি।

মেবি স্কাই

আকাশ অতটা উঁচু নাও হতে পারে
এই সংশয়যোগে নদীর কিনারে
বসে আছি এইটুকু বসে থাকা নিয়ে

আমার যা ভালো লাগে ইনিয়ে বিনিয়ে
বর্ণনা করে শুধু বলে কয়ে যাওয়া
আকাশটা হতে পারে আকাশেরই হাওয়া

ফুলিয়ে রেখেছে কেউ চারিচারি ধারে
আকাশ অতটা উঁচু নাও হতে পারে

আমাকে দেখার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জটিলতা

আমি দেখতে পুরোপুরি আমার মতো নই,
বরং অনেকটাই তার মতো দেখতে আমি; যে নেই–

আর নেই বলে যার সঙ্গে আমার দেখাই
হলো না কখনো, সেও দেখতে কিছুটা আমারই মতো।

ফলে সেও দেখতে পুরোপুরি তার মতো নয়;
আর এ কারণে সে থাকলেও, তাকে কখনো চেনা যাবে না–

কেননা সে তো আর দেখতে তার মতো নয় পুরোপুরি,
কিন্তু আবার কিছুটা তো সে নিজেরও মতন–
যেমন আমাকেও খানিকটা আমারই রকমের দেখতে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের যদি
দেখাই হয়ে যায় কখনো, তাহলে তখন করণীয় কী হবে?

কিন্তু এ প্রশ্নটাও ঠিক পুরোপুরি এই প্রশ্নটার মতো নয়,
বরং প্রশ্নটা অনেকটা ওই প্রশ্নটার মতো–
যে প্রশ্নটা ওঠেইনি এখনো।

ন জোগাতে নয়, মন জাগাতে

Oi Orthe by Tanim Kabir
Price: 90
www.shuddhashar.com